কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬ বছর

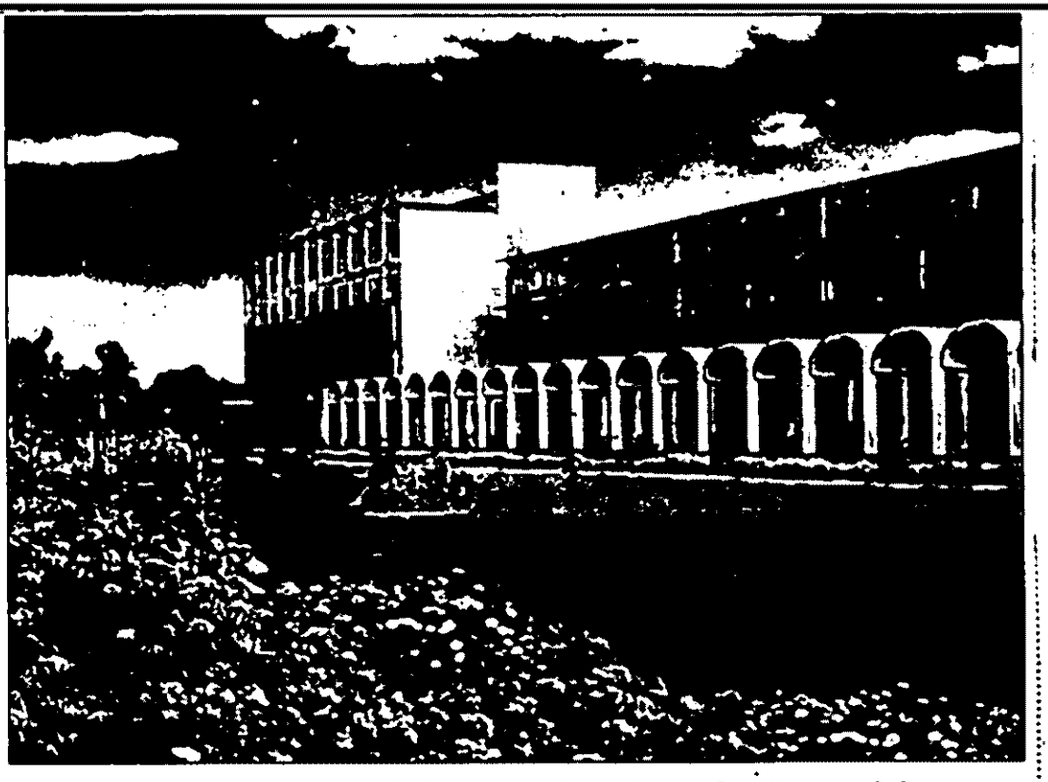

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মানসম্মত উচ্চতর কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব বহনে সমর্থ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কৃষিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি ও সরবরাহ করাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ১৮ আগস্ট পালিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে লেখাটি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-

প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞা

জাতীয় শিক্ষা কমিশন, খাদ্য ও কৃষি কমিশন এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ' বলে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬১ সালের ২ সেপ্টেম্বর প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে ড. এম ওসমান গণির নিয়োগ লাভের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে ময়মনসিংহের এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি ও ভেটেরিনারি কলেজ প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। পরে ১৯৭২ সালে 'এডাপটেশন অফ ইউনিভার্সিটি ল'জ অধ্যাদেশ বলে এর নামকরণ হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

অবস্থান : ময়মনসিংহ শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম প্রান্তে চিরসবুজ ঘেরা নয়নাভিরাম পরিবেশে ৪৮৫ হেক্টর পরিমিত এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রাজধানী ঢাকা থেকে ১২০ কিলোমিটার উত্তরে এ ক্যাম্পাসের অবস্থান। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদীয় ভবন, প্রশাসন ভবন ও আবাসিক ভবন ছাড়াও একগুচ্ছ গবেষণা খামার, উদ্যান ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর সুবিধাবলি বর্তমান। এছাড়া ক্যাম্পাসে অবস্থিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান সুবিধাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : নিম্নবর্ণিত কর্মদর্শনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকা পরিচালিত হয়ে থাকে :

এক. পেশাগত শিক্ষা হিসেবে কৃষি বিজ্ঞানের সব শাখায় উন্নত মানসম্মত ও যুগোপযোগী উচ্চতর শিক্ষা দান;

দুই. কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষি শিল্পোদ্যোক্তারা কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায়ই যে সমস্যাবলির সম্মুখীন হয়ে থাকেন, সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের পন্থা নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগিক ও মৌলিক গবেষণা পরিচালনা;

তিন. বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন অবয়বে সম্প্রসারণ ও সংশ্লিষ্ট জাতিগঠনমূলক কার্যক্রম সংগঠন ও তত্ত্বাবধান;

চার. বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাসহ কৃষক ও আদর্শ চাষিদের জন্য কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান; এবং

পাঁচ. বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে অবস্থিত ও সংস্থার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় যৌথ সহযোগিতামূলক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধা বিধান।

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা : সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশাসন ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে বিশ্ববিদ্যালয় তার যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন, ফিন্যান্স কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, অনুষদীয় কমিটিগুলো, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি এবং সব বোর্ড অফ স্টাডিজের সহায়তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মুখ্য নির্বাহী হিসেবে ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সরকারের নীতি নির্দেশনা ও কর্মকাঠামোর আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকেন।

ভৌত অবকাঠামো : বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিপুল ও ক্রমবর্ধমান কর্মকা ' পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য এ ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটি প্রশাসন ভবন, ছয়টি অনুষদীয় ভবন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, সম্প্রসারণ ভবন, জিটিআই ভবন, ছাত্রদের জন্য নয়টি এবং ছাত্রীদের জন্য দুটি আবাসিক হল, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, কৃষি মিউজিয়াম, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন (প্রায় দুই হাজার আসন বিশিষ্ট), একটি জিমন্যাসিয়াম, স্টেডিয়াম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রকৌশল শাখা, অতিথি ভবন, ক্লাব ভবন, কমিউনিটি সেন্টার, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৬১১টি আবাসিক ইউনিট, কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অফিস ও সামরিক ভবনাদি। দুষ্প্রাপ্য ছাগলাছালির সংগ্রহ নিয়ে ক্যাম্পাসের মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে একটি সমৃদ্ধ বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক প্রান্তে চিরসবুজ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভাইস চ্যান্সেলরের সরকারি বাসভবন অবস্থিত। জাতীয় ফলের গাছগাছালি সংরক্ষণের উদ্দেশে ক্যাম্পাসে একটি দেশীয় ফলগাছের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার, শহীদ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ এবং 'বিজয় ৭১' নামে মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য রয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম :

ক. অনুষদ ও বিভাগগুলোর বিকাশধারা : ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল কৃষি অনুষদ ও ভেটেরিনারি অনুষদ-এই দুটি অনুষদ নিয়ে। একই বছর কয়েক মাসের ব্যবধানে পশু পালন অনুষদ নামে তৃতীয় অনুষদ যুক্ত হয়। এরপর ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ এবং ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ছয়টি অনুষদের আওতায় ৪৩টি শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নে অনুষদ ও বিভাগগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

ভেটেরিনারি অনুষদ : (১) এনাটমি ও হিস্টোলজি, (২) ফিজিওলজি, (৩) ফার্মাকোলজি, (৪) প্যারাসাইটোলজি, (৫) প্যাথলজি, (৬) মেডিসিন, (৭) সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স, এবং (৮) মাইক্রোবায়োলজি ও হাইজিন।

কৃষি অনুষদ : (১) কৃষিতত্ত্ব, (২) মৃত্তিকা বিজ্ঞান, (৩) কীটতত্ত্ব, (৪) উদ্যানতত্ত্ব, (৫) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, (৬) ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান, (৭) কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, (৮) কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা, (৯) কৃষি রসায়ন, (১০) প্রাণ রসায়ন, (১১) রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান, (১২) ভাষা, (১৩) এগ্রোফরেস্ট্রি, (১৪) বায়োটেকনোলজি, (১৫) এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং (১৬) সিড সায়েন্স ও টেকনোলজি।

পশু পালন অনুষদ : (১) পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান, (২) পশুবিজ্ঞান, (৩) পশু পুষ্টি, (৪) ডেয়রি বিজ্ঞান এবং (৫) পোল্ট্রি বিজ্ঞান।

(চলবে)

তারিখ : 17 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২